অষ্টবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
পরম সুন্দর হইল অষ্টবক্রের বরে
উঠিয়ে দাণ্ডাইল সেই রাজার কুমারে।
ধ্যানেতে জানিল অষ্টবক্র তপোধন
মহাপুরুষ বটে এই দ্বিলীপনন্দন।
ডাকিয়ে আনিল মুনি দুই নারীর তরে
পুত্র পাইয়ে হরসিতে দোঁহে গেল ঘরে।
সকল মুনি আসিয়া তারে করিল কল্যাণ
ভগে২ জন্ম ইহার ভগীরথ নাম।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
আদি কাণ্ড গাইল ভগীরথের জনম।

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে দিল খড়ি
পড়িতে প্রাঠাইয়ে দিল বশিষ্ঠের বাড়ি।
ছাওয়ালে২ দ্বন্দ বাড়িল যখন
জারজ বলিয়ে গালি দিলত ব্রাহ্মণ।

মনেতে বাড়িল দুঃখ না দিল উত্তর
মনের দুখেতে আইল আপনার ঘর ।
কাঁদিতে২ ভগীরথের গমন
শয়ন মন্দিরে রাজা করিল শয়ন ।
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর ।
তম্বুর হারাইয়ে যেন ফুকরে বাঘিনী
কাঁন্দিয়া চলিল যথা বশিষ্ঠ মহামুনি।
বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দন
রোষের মন্দিরে পুত্র পাবে দরশন।
আসিয়া জননী দোঁহে পুত্র নিল কোলে
বদন মুছিল পুত্রের নেত্রের আঁচলে ।
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি আমিত না জানি ।
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল
বন্দি মুক্ত করি যদি থাকে বন্দিশাল । •
কোন রোগে রোগী তুমি আমিত না জানি
এক্ষণে করিব দড় সহস্র বৈদ্য আনি ।

ভগীরথ বলে মাতা কহি বিদ্যমান
রোগ দুঃখ নহে আজি পাইনু অপমান।
দ্বন্দ বাজিল মোর বালকের সনে
জারজ বলিয়া গালি দিলেন ব্রাহ্মনে।
কোন বংশে জন্ম আমি কাহার নন্দন
ইহার কারন মোরে কহ বিবরণ।
পুত্রের দুঃখ হইলে মায়ে লাগে ব্যথা
পুত্র সম্বোধিয়া জননী কহে কথা।
সগরের হইল ষাটি হাজার তনয়
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।
স্বর্গে আছেন গঙ্গা যদি আসেন বসুমতী।
তবে সে তোমার বংশের হইবে মুক্তি।
তিন পুরুষ করিল গঙ্গার আরাধন
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন।
তোমার বাপ দ্বিলীপ গেল স্বর্গের উপরে
শিবের বরে তোমা পুত্রে ধরিনু উদরে।
ভগেহ জন্ম তোমার ভগীরথ নাম
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার অযোধ্যায় বিশ্রাম।

শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে
হাসিয়া কহিছেন কথা মায়ের পাশে।
আমার সূর্য্যবংশের কিছুই নাই বুদ্ধি
অল্প সেবায় কেবা পায় গঙ্গা দেবীর সন্ধি।
তবে আমি বীর যদি ভগীরথ নাম
গঙ্গা আনিয়া করিব সগরবংশের ত্রাণ।
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী
এক্ষনে তপস্যায় বাপু না যাইহ তুমি।
না রহিল ভগীরথ জননীর বচনে
মন্ত্র দিক্ষা কৈল গিয়া বশিষ্ঠের স্থানে।
যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ
দক্ষিন নেত্র তার করিছে স্পন্দন।
মায়ের চরনে আসি করিছে প্রনতি
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি।
অনাহার করিয়া মন্ত্র জপে নিরন্তর
ইন্দ্রের সেবা করে সাত হাজার বৎসর।
মন্ত্রের বশ দেবতা রহিতে নারে ঘরে
ভগীরথের তরে ইন্দ্র দিতে আইল বরে।

কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার তনয়
বর মাগে লহ যে অভীষ্ট তোমার হয়।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর দ্বিলীপনন্দন।
সগরের হইল ষাটি সহস্র তনয়
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।
স্বর্গে আছে গঙ্গা যদি দেহ সুরপতি
তবে সে আমার বংশের হয়েত নিষ্কৃতি।
ইন্দ্র বলেন শুন বলি রাজার কুমার
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার।
গঙ্গা আনিবে যদি আমি দিনু বর
এক ভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর।
গঙ্গা আনিতে পথে হইবে পাসণ্ডে
ওহা মুক্ত করিয়া আমি দিব সেই দণ্ডে।
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়ে প্রণতি
কৈলাশে সেবিতে গেল দেব পশুপতি।
একড়া ধুতুরা আর আকন্দ বিল্বপাত
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ।

কভু জলাহার করে কভু অনাহার
এমত তপস্যা করেন দশ হাজার বৎসর।
শিব বলেন শুন বাপা রাজার নন্দন
অনাহারে তপস্যা তুমি কর কিকারণ।
গঙ্গা আনিবে তুমি আমি দিনু বর
এক ভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর।
গঙ্গা আনিতে পথে পড়িবে পাষণ্ডে
সেই কালে গঙ্গা ধরিব গিয়া মুণ্ডে।
শিবের বচনে পুনঃ করিয়ে প্রণতি
গোলোকে চলিয়ে গেল যথা লক্ষ্মীপতি।
এক দিন ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে।
শীত চারি মাস থাকেন জলের ভিতর
এমত তপ করিল চল্লিশ বৎসর।
মন্ত্রের বস দেবতা রহিতে নারে ঘরে
বর দিতে আইল প্রভু ভগীরথের তরে।
তোমার তপস্যা দেখিয়ে আমার চমৎকার
মাগ ইচ্ছা বর দিব রাজার কুমার।

ভগীরথ বলেন প্রভু করি নিবেদন
সগরের হইল ষাটি হাজার নন্দন।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়
গঙ্গাজল পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়।
শুনিয়ে হাসিল প্রভু দেব চক্রপানি
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি।
ভগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবে তুমি
তোমার পাদপদ্মেতে প্রান ত্যজিব আমি।
শুনিয়ে তাহার কথা প্রভুর হৈল হাস্য
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তার পাশ।
ব্রহ্মলোকে ছিল যত সামান্য জল
বিষ্ণুমায়াতে প্রভু হরিল সকল।
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিল দরশন
সম্ভ্রমে উঠিয়ে ব্রহ্মা দিলেন আসন।
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাই জল
বিষ্ণুমায়াতে প্রভু হরেছেন সকল।
কমুণ্ডলে ছিল গঙ্গা তখন মনে পড়ে
অস্তেব্যস্তে গিয়ে ব্রহ্মা কমুণ্ডলু পাড়ে।

গঙ্গাজল দিয়া ব্রহ্মা প্রভুর করে পূজা
তেকারনে গঙ্গা নাম পাইল অম্বুজা।
ভগীরথের তরে বলেন চক্রপানি
এই গঙ্গা লৈয়া যাহ পতিতপবানী।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ করে
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে।
স্নানে কতেক পুন্য বলিতে না পারি
সেই গঙ্গা লইয়া বংশের উদ্ধার করি।
প্রভু বলেন যাহ গঙ্গা পতিতপাবনী
ইহার বংশের যত পুরুষ উদ্ধারিতে তুমি।
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথে
প্রভুর বচনে গঙ্গা লাগিল কাঁদিতে।
পৃথিবীতে আছে অনেক পাপীগন
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পন।
মুক্ত হইয়া তারা যাবে স্বর্গবাসে
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে।

প্রভু বলেন বৈষ্ণব সব আছে পৃথিবীতে
তারা আসিয়ে স্নান করিবে তোমাতে।
বৈষ্ণবের পদরেনু বান্দনা করি আমি
তাহা দরশনেতে পবিত্র হবে তুমি।
গঙ্গাকে এতেক বাক্য কহিয়া জগন্নাথে
আপনার হাতের শঙ্খ দিল ভগীরথে।
আগেং যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া
যাইবেন গঙ্গা তোমার পশ্চাৎ গোড়াইয়া।
ব্রহ্মা বলেন ভগীরথ তুমি পুন্যবান
তোমা হৈতে তিন লোক পাইল পরিত্রান।
আপনার রথ তারে দিল ব্রহ্মা মুনি
এই রথে চড়ি আগেং যাহ তুমি।
রথে চড়ি আগেং শঙ্খ বাজাইয়া
চলিলেন গঙ্গা তার পশ্চাত গোড়াইয়া।
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গায় স্নান
ভগীরথের যাত্রায় সভে দিল দুর্ব্বা ধান।
আদি কাণ্ড কীর্ত্তিবাস করিল বাখান
স্বর্গে হইল গঙ্গার মন্দাকিনী নাম।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বত।
বত্রিশ সহস্র যোজন পর্ব্বতের গোড়া
ষাটি সহস্র যোজন সুমেরুর চূড়া।
এই আদি কহিলাম ঐ কহিলাম মূল
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল।
তার মধ্যে আছে এক দারুন গভর
তাহাতে ভ্রমেন গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর।
বার বৎসর গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া আছে ভগীরথে।
সুমেরুতে হৈল তোমার অবতার
আমার না করিলে তুমি বংশের উদ্ধার।
গঙ্গা বলেন শুন বাপু ভগীরথ
কোন দিগে যাব আমি নাহি পাই পথ।
ইন্দ্রের আনিতে পার ঐরাবত হাতি
তবেত পর্ব্বত হৈতে পাই অব্যাহতি।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে
তবে গিয়া বাহির হই আমি সেই পথে।

ভগীরথ বলেন মা গঙ্গা ঠাকুরাণী
পূর্ব্বে পুরন্দরের সেবা করিয়াছি আমি।
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি।
প্রণাম করিয়া বন্ধে যোড় করি হাত
কহিতে লাগিলেন কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ।
ব্রহ্মলোকে ছিল গঙ্গা দিল জগন্নাথে
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে
তবে গঙ্গা দেবী বাহির হন সেই পথে।
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে।
অহঙ্কার হৈল ঐরাবতের শরীরে
আমার সম্বাদ নিয়া কহত গঙ্গারে।
আমার সনে গঙ্গা যদি বঞ্চে এক রাতি
তবেত পর্ব্বত হইতে করি অব্যাহতি।
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা
মলীন করিল মুখ হেট করে মাতা।

মুখে কথা নাহি রাজার চক্ষে পড়ে পানি
দেখিয়া জিজ্ঞাসেন তারে গঙ্গা ঠাকুরানী।
আনিতে নারিলে ইন্দ্রের ঐরাবতের তরে
কোন দুঃখে কান্দ বাপু কহত আমারে।
ভগীরথ বলেন মা গঙ্গা ভাগীরথী
ইন্দ্র আনিয়াছেন ঐরাবত হাতি।
ঐরাবত যেবা কহিলেন আমার তরে
পুত্র হইয়া কেমনে কহিব মায়েরে।
গঙ্গা বলেন আমি তার বুঝিলাম অর্থ
রাজভোগ খাইয়া শরীর আছে বলবন্ত।
আড়াই ঢেও পানির তেজ সহিতে যদি পারে
বল তারে সাত রাত্তি রব তার ঘরে।
এই কথা ভগীরথ কহে ঐরাবতে
শুনিয়া গঙ্গার কথা ঐরাবত মাতে।
চারি খান করিয়া পর্ব্বত চেরে দাঁতে
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।
বসু ভদ্রা গঙ্গা অলকনন্দা শ্বেত
চারি ধারা পড়িলেন পর্ব্বত চারি ভীত।

বসু নামে গঙ্গা গেল পূর্ব্ব সাগরে
ভদ্রা নামেতে গঙ্গা গেলেন উত্তরে।
শ্বেতা নামে গঙ্গা গেলেন পশ্চিম সাগরে
পড়িলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে।
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবতের তরে
নাকে মুখে গেল জল হাঁসফাঁস করে।
আর ঢেউ মেলে তার বেরায় পরান
হস্তী বলে গঙ্গা মা কর পরিত্রান।
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে নিল ঘাড়
আর ঢেউ তুলে থুইল পর্ব্বত উপর।
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

সুমেরু হইতে গঙ্গা লৈয়া ভগীরথে
আসিয়া মিলিল গঙ্গা কৈলাশ পর্ব্বতে।
কৈলাশ হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে
তাহার ভরে পৃথিবী টলমল করে।

বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলিল পাতালে
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়ে ভগীরথ বলে ।
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার
আমার কেমতে হৈবে বংশের উদ্ধার ।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথে
পৃথিবী আমার বেগ না পারে সহিতে ।
শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার
তবে পৃথিবীতে পারি করিতে অবতার ।
গঙ্গার চরনে পুনঃ করিয়ে প্রনতি
আরবার গেল যথা দেব পশুপতি ।
এক বৎসর কৈল শিবের আরাধন
শিব বলেন আরবার আইলে কি কারন ।
ভগীরথ বলে গঙ্গা দিল জগন্নাথে
পৃথিবী গঙ্গার ভার না পারে সহিতে ।
তুমি যদি মাথায় আসি ধর জলধার
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গার অবতার ।
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গাদরশন ।

মস্তক পাতিলেন হর কৈলাশের তরে
আনন্দ বদনী গঙ্গা পড়িল শম্ভুশিরে।
শিবের মাতার জটা বড় ভয়ঙ্কর
জটার ভিতরে গঙ্গা বেড়ান বার বৎসর।
ভগীরথ বলেন মা তোমার অবতার
আমার কেয়তে হবে বংশের ওদ্ধার।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথ
জটা হৈতে বারি হইতে নাহি পাই পথ।
ভোলানাথ বলিয়ে ডাকেন যোড়হাতে
ধ্যান ভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথে।
জটা চিরিয়ে হর দিলেন গঙ্গারে
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে।
হরিদ্বারে যেবা নর স্নান দান করে
তাহার পুন্যের সীমা ব্রহ্মা বলিতে নারে।
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালভিতরে
ভোগবতী বলে নাম হইল পাতালে।
ভগীরথ যান তথা গঙ্গা দেবীর আগে
আসিয়া মিলিল গঙ্গা ত্রিবেনীর আগে।

গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর পানি
তিন ধারা বহেন নাম ত্রিবেনী।
মাঘে পুয়াগে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত সে থাকে স্বর্গপুরে।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া
বারানশীতে গঙ্গা উত্তরিল আসিয়া।
মন দিয়া শুন বারানশীর উপাখ্যান
বারানশী তীর্থ হৈল যাহার কারন।
এক কালে কাটেন হর ব্রাহ্মনের মাতা
শিবের ব্রহ্মহত্যা তাহার শুন কথা।
ব্রহ্মদৈত্য চাপিলেক মহাদেবের কাঁদে
সুকান্দ কান্দেন দেবী পার্ব্বতী কান্দে।
কেনবা কাটিলে হর ব্রাহ্মনের মাতা
ব্রহ্মবধে হৈল তার পঞ্চ অবস্থা।
শুনিয়া গৌরীর কথা মহাদেব হাসে
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা আর পাপ নাশে।
বৃষভে চাপিয়া তবে গৌরী শঙ্কর
গঙ্গা তীরেতে আসি দাণ্ডাইল হর।

কুশাগ্রে আসিয়া হর কৈল পরশন
ব্রহ্মহত্যা পাপে হর হৈল বিমোচন।
শিব বলেন দেখিলে গৌরী গঙ্গার পরিক্ষা
পঞ্চ ক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডিরেখা।
সেই পঞ্চ ক্রোশ তীর্থ নাম বারানশী
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবপুরে বসি।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিয়া বিশ্রাম
ভগীরথের সঙ্গে গঙ্গা করিল পয়ান।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া
জহ্নুমুনির কাছে গঙ্গা মিলিল আসিয়া।
গাছের পাতায় লতায় জহ্নুমুনির ঘর
গঙ্গা স্রোতে ভেসে যায় দেখিতে সুন্দর।
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিল ধেয়ান
গণ্ডুষ করিয়া সব জল করে পান।
কত দূর গিয়া ভগীরথ ফিরিয়া চায়
কোথা গেল গঙ্গা দেবী দেখিতে না পায়।
আচম্বিতে গঙ্গা দেবী নিলে কোন জনে
দেখে মুনি বটতলে বসেছে ধেয়ানে।

তার তরে ভগীরথ লাগিল সুধাতে
আচম্বিতে গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে।
মুনি বলেন রাজা শুন ভগীরথ
গঙ্গা আনিতে তোমার নাহি ছিল পথ।
আমার ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ
ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহ ভগীরথ।
আন গিয়া ব্রহ্মা আমার কি করিতে পারে
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রাখিয়াছি উদরে।
মুনির বচন শুনিয়া লাগিল তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তোমার মহিমা গুন জানে কোন জন
মনুষ্য শরীরে তোমার কি জানি স্তবন।
সগরের হইল ষাটি হাজার তনয়
কপিলের শাপে তারা হৈল ভস্মময়।

তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার
আমার বংশের কেমনে হইবে উদ্ধার।
মুনির দেহে কোপ না থাকে এতক্ষন
কৃপা হইল বলেন তারে জহ্নু তপোধন।
মুখে হৈতে বাহির যদি করি গঙ্গার জল
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘুষিবে সকল।
দক্ষিন জানু চিরিলেন মুনি সেইক্ষনে
জানু দিয়া গঙ্গা বাহির হৈল সেইস্থানে।
বাহির হৈল গঙ্গা দেবী জহ্নুর উদরে
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে।
পাপদুষ্ট গঙ্গা মা যেইখানে শুনি
সেইখানে হৈয়া যান উত্তর বাহিনী।
কাণ্ডর নামেতে মুনি ছিল এক জন
তার সমান পাপী নাহি এ তিন ভুবন।
জনম অবধি সে বেশ্যা সেবা করে
তারি বসীভুত হৈয়া তারি থাকে ঘরে।
কাষ্ঠ কাটিতে সে গিয়াছিল বন
ব্যাঘ্রে ধরিয়া তার বধিলে জীবন।

যমদুত আসিয়া তাকে করিয়া বন্ধন
লইয়া চলিল তারে যমের ভুবন।
ব্যাঘ্র সকল মাংস গেলত খাইয়া
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া।
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গার মধ্যে দিয়া
কাকের তরে এই কালে সঞ্চান দেখিয়া।
সঞ্চান চলিয়া যায় কাকে খেদাড়িয়া
গঙ্গার ওপর দিয়া যায় পলাইয়া।
দুই জনে তারা তথা পড়ে জড়াজড়ি
দৈব যোগেতে অস্থি গঙ্গাজলে পড়ি।
যেই মাত্র অস্থি হৈল গঙ্গা পরশন
চতুর্ভুজ হইয়া সে যায়েত ব্রাহ্মন।
হেন কালেতে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে থাকিয়া
কাড়িয়া লইল যমদুতেরে মারিয়া।
কান্দিতে২ সব যমের কিঙ্কর
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর।

বিষয় ছাড়িনু গোঁসাঞি বিষয়ে নাহি কায
আজি বড় যম রাজ সভে পাইলাম লাজ।
কাগুর নামে পাপী সে ত্রিভুবনে জানে
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি লইল কোন গুনে।
শুনিয়া দুতের কথা যম রাজা রোষে
জিজ্ঞাসা করিতে গেল নারায়নের পাশে।
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভুর পায়
বিষয় ছাড়িনু বিষয়ের নাহি দায়।
পাপীর ওপরেতে আমার অধিকার
আজি কেন প্রভু তবে হৈল অবিচার।
কাগুর দ্বিজ পাপী ত্রিভুবনে জানে
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলে কোন গুনে।
শুনিয়া যমের কথা নারায়ন হাসে
পৃথিবীতে গঙ্গা গেল আর পাপ কিসে।
গঙ্গার মহিমা কথা কি বলিতে জানি
মন দিয়া শুন তবে মহিমা কহি আমি।
যত দুরেতে যাবেক গঙ্গার বাতাস
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ।

পুড়ে মরে অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গাজলে
চতর্ভুজ হইয়া সে আসিবে স্বর্গপুরে।
গঙ্গাতীরে থাকে গঙ্গাজল করে পান
সেই শরীর জান্য তুমি আমার সমান।
নিষেধ করহ গিয়া যত দতগণে
আমার দোহাই যদি যাহ ইহার স্থানে।
শুনিয়া প্রভুর কথা যমের হৈল ত্রাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কাণ্ডরের তরে গঙ্গা মুক্তপদ দিয়া
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া।
পদ্ম নামেতে মুনি পূর্ব্বমুখে যায়
ভগীরথ বলিয়ে গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়।
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ
পূর্ব্বদিগ যাইতে আমার নহে পথ।
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী।

শান্তবাণী দিল যাত্রা পদ্মাবতীর তরে
মুক্তিপদ্ম যেন না হয় তোমার জলে।
এক বার গেল গঙ্গা ভৈরব বাহিনী
আরবার ফিরিলেন সাগর নামিনী।
অজয় গঙ্গার জল হৈল দরশন
শঙ্খধ্বনি বাজান যতেক দেবগন।
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে
দশ হাজার বৎসর সে থাকে স্বর্গপুরে
গঙ্গা লইয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর
চক্ষের নিমেষে আইল নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা জলেতে ইন্দ্র করিলেন স্নান
ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া ঘাটের হইল নাম।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত হয় থাকে স্বর্গপুরে।
চলিলেন গঙ্গা যাত্রা করি বড় ত্বরা
চক্ষুর নিমেষে গেল নাম মেড়তলা।
মেড়ায় চড়িয়ে আইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
মেড়তলা বলিয়ে নাম এই সেকারণ।

গঙ্গা লইয়ে যান আনন্দিত হৈয়া
আসিয়ে মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।
সপ্তদ্বীপের সার নবদ্বীপ স্থান
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিলে বিশ্রাম।
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান
আসিয়ে মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম।
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগের সমান
তথা হৈতে গঙ্গা করিল পয়ান।
আক্না মাহেষ গঙ্গা দক্ষিন করিয়া,
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা ওত্তরিল গিয়া।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথ
কত দুর আছে তোমার দেশের পথ।
এক বৎসর আমি আসি তোমার সনে
তোমাদের বংশ ভস্ম হৈল কোন স্থানে।
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে
পুর্ব্ব দক্ষিনদিগ তার মধ্যস্থানে।
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি
মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়াছি আমি।

এই কথা যখন গঙ্গার তরে বলি
সেইখানে সহস্রমুখী হৈল সুরেশ্বরী।
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া
বৈকুণ্ঠে চলিল সভে গঙ্গাজল পাইয়া।
হস্ত তুলিয়ে গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান
এই তোমার বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান।
এক জন রহিল জলের অধিকারী
আর সব চতুর্ভুজ গেল স্বর্গপুরী।
বংশ মুক্তি হইল দেখিয়ে ভগীরথে
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে।
গঙ্গা বলেন দেশে যাও রাজার নন্দন
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন।
মহাতীর্থ হৈল নাম সাগরসঙ্গম
তাহাতে কতেক পুণ্য না হয় কথন।
গঙ্গাসাগরে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত সে যায় স্বর্গপুরে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহত্ত্ব
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ।

গঙ্গা মাতা দেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার
সুর নর তারিনী পাপ নিবারিনী
কলিযুগে এমন অবতার ।
ধন্য২ বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে
শতেক যোজনে থাকে গঙ্গা যদি বলে মুখে
শুনি যমে চমৎকার লাগে।
পক্ষিগন থাকে যত তাহা বা কহিবে কত
করে সদা ভুয়া জল পান
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী যার আছে কোটি হাতি
সেহ নহে পক্ষির সমান ।
গয়া গঙ্গা বারানশী দ্বারকা মথুরা কাশী
গিরিরাজ গুহা যে মন্দার
এ সব যতেক তীর্থ সব নারায়নকৃতা
সব তীর্থে গঙ্গা দেবী সার ।

গঙ্গা আনিতে গেল ষাটি হাজার বৎসর
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যা নগর।
রাজা হৈয়া করেন প্রজার পালন
সৌদাস নামেতে হৈল তাহার নন্দন।
অযোধ্যাতে রাজা তবে করিল সৌদাস
ভগীরথ রাজা কৈল গঙ্গাতীরে বাস।
গঙ্গাতীরে থাকিয়া করে গঙ্গাজল পান
গঙ্গা আনি ভগীরথ ত্যজিল পরাণ।
সৌদাস করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ
ব্রাহ্মণেরে দিল তার যত ছিল ধন।
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাসচরিত্র
শুনিলে যে পাপ যায় শরীর পবিত্র।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে
মৃগ চাহি ফেরে রাজা বনেতেং।
এক রাক্ষস সেই স্ত্রী সঙ্গে লৈয়া
সৌদাসের কাছে সে ভ্রমিল গিয়া।
রাক্ষসরূপ ছাড়িয়া সে ব্যাঘ্ররূপ ধরে
দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে।

হেন কালে সৌদাস সেই ব্যাঘ্রকে দেখিয়া
শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিন্ধিয়া।
হেন কালে রাক্ষসী রাজার তরে বলে
বিনা দোষে স্বামী মারে শৃঙ্গারের কালে।
পরিনামে জানিবে হইবে যত পাপ
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ।
এতেক বলিয়া রাক্ষসী গেল বন
মনের দুঃখে ঘরে রাজা করিল গমন।
পাত্র মিত্রের তরে রাজা করিল মেলানি
বশিষ্ঠ মুনির তরে ডাক দিয়া আনি।
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরন
এই পাপে কেমনে হইব বিমোচন।
যখনে যে কার্য্য তাহা পুরোহিত জানে
অশ্বমেধ কৈল রাজা শাস্ত্রের বিধানে।
যজ্ঞে পূর্ন দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিনা
বিদায় করিয়া ঘরে গেল সবব জনা।
হেন কালে রাক্ষসী ভাবে মনেমন
আমার বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারন।

আপনার নিজ রূপ দূরেতে ত্যজিয়া
বশিষ্ঠ মুনির রূপ হইল ভাবিয়া।
সৌদাস রাজার কাছে দিল দরশন
আমারে করাহ রাজা মাংস ভোজন।
রাজা বলে অশ্বমাংস করিল আহরণ
তেঁই মাংস খাইবারে ইচ্ছা গেল মন।
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি
তবেত মাংস রন্ধন করাইব আমি।
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে ত্যজিয়া
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া আসিয়া।
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন
বশিষ্ঠকে ডাকিল রাজা করিতে ভোজন।
যজমানের বাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে
তেন মত গেল রাজা রন্ধনের শালে।
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন
মানুষের মাংস রাক্ষসী দিল ততক্ষণ।
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে।

মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস
ব্রাহ্মরাক্ষস তুমি হওত সৌদাস।
এত শাপ দিল যদি বশিষ্ঠ মহামুনি
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে লইল পানি।
অকারনে শাপ দিলে আমি নাহি দোষী
এই জলে পোড়াইয়া করিব ভস্মরাশি।
হেন কালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনিয়া
ঘরে হৈতে বাহির হৈয়া গেল পলাইয়া।
ধ্যান করিয়া জানিল বশিষ্ঠ তপোধন
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন।
মুনিকে শাপ দিতে রাজা হাতে নিল পানি
নিষেধ করেন তারে দময়ন্তী রানী।
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে২
এই জল আমি থুইব কোন স্থানে।
স্বর্গে থুইলে জল দেবগন মরে
নাগগন মরিবেক ফেলিলে পাতালে।
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়
সেই জল ফেলিল রাজা আপনার পায়।

পুজিয়ে গেল রাজার দুখানি চরন
কর্ম্মজনাদ নাম রাজার হৈল তেকারন।
বশিষ্ঠ বলেন রাজা শাপ দিনু তোরে
রাক্ষস হৈয়া থাক এগার বৎসরে।
লোটায়ে ধরনী রাজা ব্রাহ্মনচরন
কত দিনে হবে মোর শাপ বিমোচন।
মুনি বলে গঙ্গাজল পাবে দরশন
তবে সে তোমার শাপ হইবে মোচন।
ব্রহ্মরাক্ষস রাজা হৈল সৌদাসে
ব্রাহ্মন খাইয়া রাজা ফিরে দেশে২।
এগার বৎসর পুর্ন হইল এমন
তিনদিন আহার না মিলিল ব্রাহ্মন।
ওত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের তীরে
শুমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষতলে।
ক্ষুধায় অজ্ঞান রাজা বৃক্ষ নেহালে
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে।
ব্রহ্মদৈত্য বলে ও হে তুমি কেন হেথা
আমার স্থানে তুমি আইলে আমি যাব কোথা।

শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসে
ব্রহ্মদৈত্য দেখি যায় খাইবার আসে ।
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জন
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন ।
দুই জন সমান যুদ্ধে কেহ জিনিতে নারে
পিরিতে মৈত্রতা করি বসিল বৃক্ষতলে ।
সর্ব্ব দুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ।
ব্রহ্মদৈত্য বলে মিতা শুন বিবরণ
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ।
অনেক কাল বেদ পড়িলাম গুরুর ঘরে
গুরু বলেন দক্ষিণা কিছু দিয়া যাহ মোরে ।
শুনিয়াও উপহাস করিনু গুরুরে
গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হৈয়া থাক গাছের উপরে ।
গঙ্গার জল যখন পাবে দরশন
তখন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন ।

সৌদাস বলেন মিতা ওপায় দিলেন মোরে
গঙ্গাজলের তত্ত্ব দুই জনে করে।
গঙ্গাস্নান করিয়া আন ভার্গব ঋষি
মাতায় করিয়ে গঙ্গাজলের কলসি।
হেন কালে দুই জনে আগুলিল তারে
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়ে যাও মোরে।
বলিতে যে লাগিল ভার্গব তপোধনে
শিবের অগ্রত ভাগ দিবত কেমনে।
বুঝিনু ব্রাহ্মণ তোর বিদ্যার নাহি লেশ
গঙ্গাজলের না কি হয় শেষ অবশেষ।
তখন জানিল ভার্গব তপোধন
মহাপুরুষ বটে ভগীরথের নন্দন।
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়ে পলায়।
আছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া
বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া।
এই কালে ব্রহ্মদৈত্য কহে যে মুনিরে
দুই জনে মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে।

গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি
আদি কাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস মহামুনি।

সৌদাস গেলেন যদি স্বর্গ ভুবন
সুদাস হইলেন রাজা অযোধ্যা ভুবন।
সুদাস করিলেন রাজ্য অনেক বৎসর
দ্বিলীপ হইল রাজা অযোধ্যা নগর।
দ্বিলীপের পুত্র হৈল রঘু নামে রাজা
পুত্রের সমান পালে লোক জন প্রজা
একেত দ্বিলীপ রাজা পৃথিবী উপরে
রঘু নামে পুত্র আর হৈল তার ঘরে।
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনেমন
অশ্বমেধ যজ্ঞ আমি করি আরম্ভন।
ঘোড়া রাখিতে দিলেন রঘু যে নন্দনে
মুনিগন আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভনে।
ঘোড়া দিয়া দ্বিলীপ কহিল তার ঠাঁই
যজ্ঞপূর্ণার কালে যেন এই ঘোড়া পাই।

সহশ্র ঘোড়াতে তার টানে রথখান
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
মোরে খেদাড়িয়া দ্বিলীপ নিবে স্বর্গপুরী।
এত যদি ইন্দ্র ব্রহ্মার তরে বলি
ব্রহ্মা বলেন তার ঘোড়া কর চুরি।
ছাওয়াল রঘু তোমার কি করিতে পারে
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে।
দিবস দুই প্রহরে ইন্দ্র অন্ধকার করি
ঘোড়া লইয়ে ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরী।
ঘোড়া হারাইয়া ফিরে দ্বিলীপনন্দন
ইন্দ্র বিনে ঘোড়া মোর নিবে কোন জন।
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে
রথ চালাইয়ে দিল ইন্দ্রের উপরে।
সহশ্র ঘোড়ায় বয় সোনার রথখান
কটাক্ষে বেড়িল গিয়া ইন্দ্রের পুরীখান।
ইন্দ্র কোথা বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক
আজি ইন্দ্র তোর তরে পড়িল বিপাক।

মার২ বলিয়া রঘু লাগিল ডাকিতে
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে ।
রঘুরে দেখিয়া তবে ইন্দ্র দেব হাঁসে
মরিবার তরে কেন আইলে স্বর্গবাসে ।
মাছি হৈয়া সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার
গলায় কলসি বান্ধি দরিয়ায় সাঁতার ।
সুরের বীর সহিতে কেবা তবে পারে
জাওয়াল হইয়া আইস আমার ওপরে ।
রঘু বলে ডাগর ডাকে রন নাহি জিনি
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এক্ষনি ।
আমাকে জাওয়াল দেখ আপনা দেখ বীর
জাওয়ালের রনে আজি হৈয়া থাক স্থির ।
তিন বান মারে রঘু ইন্দ্র দেবের বুকে
ঐরাবত সহিত ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে ।
ইন্দ্র বলে ভাল বলি বয়েসে জাওয়াল
বান এড়িল যেন অগ্নির ওথাল ।
দশ বান ইন্দ্র তখন পুরিল সন্ধান
দশ বানে কাটিল ইন্দ্রের দশ বান ।

দুই জনে বানবৃষ্টি যেন্দে যেন পানি
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনি।
রঘু রাজা জানে বান পাশুপতসন্ধি
হাতে গলাতে তখন ইন্দ্রে করে বন্দি।
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে
লোহার সিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে।
ঘোড়া নিয়া আইল বানের বিদ্যমানে
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যা ভুবনে।
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগন
আপনি চলিয়া আইল অযোধ্যা ভুবন।
ব্রহ্মা বলেন দ্বিলীপ তুমি পুন্যবান
তোমার রঘু পুত্র এই বড় গুনবান;
কিবা বর দিব রঘু রাজার যে তরে
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে।
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর
তবে মুক্ত করি দিল দেব পুরন্দর।
রঘু বলেন এই সত্য কর পুরন্দর
যেন অনাবৃষ্টি না হয় অযোধ্যা নগর।

ইন্দ্র বলেন চিন্তা রাজা না করিহ তুমি
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম করিব যে আমি।
এই সত্য করিল যদি দেব পুরন্দর
তবে ইন্দ্র লৈয়া গেল দেবতা সকল।
রঘু রাজার পরাক্রম শুনিয়া তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

দিলীপ রাজা করিল দশ হাজার বৎসর
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল স্বর্গের উপর।
বাপের করিল রঘু শ্রাদ্ধ তর্পন
ব্রাহ্মনেরে দিলেন যতেক ছিল ধন।
অদ্যাভক্ষ্য রঘু রাজা নাহি রাখে ঘরে
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে।
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন
কশ্যপ মুনির ঠাঞি পড়িল এক্ষন।
সকল শাস্ত্রে পারগ হৈল ব্রাহ্মণনন্দন
চৌষট্টি বিদ্যা পড়িল গুরুর সদন।

গুরুরে দক্ষিনা দিতে করিল অন্তরে
কিবে বা দক্ষিনা দিব আজ্ঞা কর মোরে।
গুরু বলে অল্প মাগি অল্প করি ক্ষমা
চৌষট্টি বিদ্যার দেও চৌদ্দ কোটি সোনা।
এই বাক্য যখন গুরু কহিলেন কথা
মনে ভাবে এতেক সুবর্ন পাব কোথা।
সভে বলে রঘু রাজা বড় পুন্যবান
তার ঠাঞি আসি গিয়া সুবর্ন মাগি দান।
সাত দিবসের তরে করিল নিয়ম
সাত দিবস বই আনি দিবত কাঞ্চন।
সাত দিবস করি গুরুরে নিয়ম
অযোধ্যা নগরে আসি দিল দরশন।
ব্রাহ্মনে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে
উত্তরিল গিয়া রঘুর অন্তঃপুরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জল পান
দেখিয়া ব্রাহ্মনের পুত্র করে অনুমান।
মৃত্তিকার পাত্রে করিছে জল পান
ভাল জনের ঠাঞি মাগিতে আইলাম হিন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হইয়া
রাখিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া ।
আপনি পাখালে রাজা ব্রাহ্মণের চরণ
মিষ্টান্ন জল দিয়া করাইল ভোজন ।
কর্পূর তাম্বূল দিল মাল্য চন্দনে
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন পাদসম্ভাষনে ।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান
তোমার তরে মাগিবারে আসিয়াছি দান ।
অতি দৈন্যদশা দেখিলাম তোমারে
আপনারে নার কিবা দিবেত আমারে ।
দেখি তোমার দশা ডর লাগিল আমারে
এসেছি তোমার ঠাঞি ধন মাগিবারে ।
রাজা বলেন তুমি কত মাগ ধন
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ ।
শুনিয়া রাজার কথা ব্রাহ্মণ বলে
নাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডায় ছাওয়ালে ।
রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন
বলিয়া না দিবত না পাব ভগবান ।

শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাত।
রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি
কালি প্রভাতে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি।
এত বলি ব্রাহ্মনে রাখিল নিজ ঘরে
আপনি সুধাইয়া বুলে সাধু সদাগরে।
চৌদ্দ কোটি সোনা ধার যেবা দিতে পারে
দশ চৌদ্দ কোটি কালি সুধিব তাহারে।
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগন
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন।
হেট মাতা করিয়া রাজা হইল নিঃশব্দ
এই কালে তথা মুনি আইল নারদ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন
মুনি বলেন কেন রাজা বিরস বদন।
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা
ব্রাহ্মন মাগিয়াছে ধন আজি পাব কোথা।
হাসিতে লাগিলেন নারদ মহামুনি
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি।

বলঁ কালি কুবেরে করিব সম্ভাষন
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধীন।
এতেক বলিয়া গেল নারদ তপোধিন
অযোধ্যা নগরে রাজা বাজায় বাজন।
আজ্ঞা করিল রাজা পাত্র মিত্রের তরে
সভে সাজ কর যাব কুবের দেখিবারে।
সাজিল কটক বাজে দুন্দুভি বাজনে
কৈলাশে বসিয়া হোথা কুবের বাদ্য শুনে।
কুবেরের দুত ছিল অযোধ্যা নগরে
সুধাতে লাগিল তারা পাত্র মিত্রের তরে।
পাত্র মিত্র বলে কি বেড়াও সুধাইয়া
প্রমাদ পড়িল কালি কুবেরে লইয়া।
শুনিয়া ধাইল দুত চলিল অমনি
এই কালে কৈলাশে গেল নারদ মুনি।
নারদ বলে কি কর কুবের নিশ্চিন্ত বসিয়া
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া।
সুবর্ণ নাহিক রঘু রাজার ভাণ্ডারে
চৌদ্দ কোটি সোনা বিপ্র মাগেছে তাহারে

এতেক বলিল যদি নারদ মহামুনি
কুবের বলে দশ চৌদ্দ কোটি পাঠাই আমি
আপনি কুবের ধন দিলেন গনিয়া
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া।
প্রভাতে ওঠিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারে
ভাণ্ডার সহিত সোনা দিলাম তোমারে।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি জুইল দুই কান
চৌদ্দ কোটি বই কেন অধিক লব দান।
চৌদ্দ কোটি সোনা তারে দিলেন গনিয়া
প্রভুর মাথায় বোঝা দিলেন বান্ধিয়া।
ধন লৈয়া গুরুর কাছে দাণ্ডাইল তখন
গুরু বলে এত ধন দিল কোন জন।
শিষ্য বলে রঘু রাজা বড় পুন্যবান
দশ চৌদ্দ কোটি মোরে দিয়াছিল দান।
মুনি বলে বসি আমি গহন কাননে
ধনবাদে দস্যুগনে বধিবে জীবনে।
এই ধন রাখ লৈয়া ইন্দ্রের ভাণ্ডারে
যজ্ঞকালে যেন ধন আনিয়া দেন মোরে।

দ্বীন লইয়া গেল ইন্দ্রবিদ্যমানে
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মনে।
ব্রাহ্মন বলেন গুরু পাঠাইলেন মোরে
রঘু রাজা সোনা দান দিল মোর তরে।
কত্নু মুনির দ্বীন রাখহ ভাণ্ডারে
এত বলি দ্বীন তথা থুইল মুনিবরে।
ইন্দ্র বলেন বাপু সত্য কহ কথা
গুরুবৃত্তি শুনি তিনি সোনা পাইলেন কোথা।
ব্রাহ্মন বলেন সোনা মাগেছিল মোরে
রঘু রাজা সোনা দান দিল মোর তরে।
রাম২ বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত
রঘুনাম না করিহ আমার সাক্ষাত।
কভু নিদ্রা নাহি যাই রঘু রাজার ডরে
ফেতে২ ফিরি নিত্য অযোধ্যা নগরে।
অনান্তরে নিয়া গোসাঞি রাখ এই দ্বীন
দ্বীনের বাদে রঘু মোর বধিবে জীবন।

ধন লৈয়া বরদত্ত এল গুরুর পাশে
গুরু বলে রাখ ধন পর্ব্বত কৈলাশে।
আপনার ধন দেখি কুবের মনে হাসে
গিয়াছিল যার ধন আইল তার পাশে।
রঘু রাজার যশ ত্রিভুবনে ঘোষে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর
অজ নামে হইল যে তাহার কোঙর।
পুত্রের দেখিল রাজা প্রথম যৌবন
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে
পুত্রের সমান রাজা পালে প্রজার তরে।
মাথর রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম
পরম সুন্দরী সেই ইন্দুর সমান।
ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন
কহিলেন কন্যা তবে বাপের বিদামান।

স্বয়ম্বর হইতে আমার আছে মন
সকল রাজা আন করিয়া নিমন্ত্রন।
যত২ মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে
মাথরের নিমন্ত্রনে সব রাজা আইসে।
প্রথম যৌবন যেবা দেখিতে সুন্দর
বয়স অবসে তেঁহ রহিতে গেল ঘর।
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন।
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী
বসিল সকল রাজা অজ মধ্যে করি।
রঘু রাজার পুত্র অজ দ্বিলীপের নাতি
পৃথিবী মণ্ডলে যার এক দণ্ড ছাতি।
একে২ কহিতে নাম হইবে বিস্তর
তিন কোটি রাজা আইল মাথরের ঘর।
সভা করিয়া বসিল যত রাজাগন
এই কালে মাথর রাজা করে নিবেদন।
এক কন্যা বিভার [illegible] আছে মোর ঘরে
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে।

প্বরিনায়ে দ্বন্দ্ব যেন না করে কোন জন
তবে শীঘ্র আনি কন্যা কৈলে নিবেদন।
আমার কন্যা বরমালা দিবে যার তরে
তাহারে রাখিয়া বিদায় করিব সভারে।
ভাল২ বলিল সকল রাজাগন
ঝাঁট ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন।
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল
নানা পুষ্পের মালা তাহে করে ঝলমল।
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল
চন্দ্রের সমান রূপ করে ঝলমল।
চিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুতুলি।
সমান২ সখীর হস্ত ধরিয়া
মত্ত গজপতি রায়া চলিল সাজিয়া।
যেই জন ইন্দুমতী কৈল নিরীক্ষন
ঘুমিতে পড়িয়া তেঁহ হরিল চেতন।
চেতন পাইয়া [illegible]জাগন
যে এই কন্যা পা[illegible]র্থক জীবন।

কেহ বলে কন্যা মোরে করিল নিরীক্ষেণ
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন।
তারে পাছু করিয়া যে করিল গমন
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ যুড়িল রোদন।
কি বেবা কুৎসিত রূপ দেখিলে আমারে
আমারে এড়িয়া তুই ভজিবে কোন বরে।
একে২ দেখিল যতেক রাজাগন
অজ রাজার কাছে আসি দিল দরশন।
ধীন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি আমার পতি।
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা গেল ঘর
লজ্জা পাইয়া ওঠি পলায় সকল।
বনেতে আসিয়া সভে হৈয়া এক মতি
অজকে মারিতে সভে করিলেক যুক্তি।
এক্ষনে সভাই থাকি বনে লুকাইয়া
অজ মারিয়া ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া।
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে২
এথা মাথর রাজ্য করে কন্যা দানে।

কন্যা দান তার তরে করেন কৌতুকে
নানা রত্ন ধন দান দিলেন জৌতুকে।
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে
আর দিন যান রাজা অযোধ্যা নগরে।
ইন্দুমতী লৈয়া রথে কৈল আরোহন
সৈন্য সামন্ত লৈয়া রাজার গমন।
নিদ্রায় অচেতন রাজা শুইয়াছেন রথে
এই কালে রাজাগন আগুলিল পথে।
মারং বলি রাজা আগুলিল তথা
দেখিয়াত ইন্দুমতী হেট কৈল মাতা।
কাচা নিদ্রাতে প্রভু চিয়াব কেমনে
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে।
রাজাগন ডাকে তাতে ভয় নাহি মন
মলীন দেখিল ইন্দুমতীর বদন।
অজ বলে প্রিয়া আর না কান্দিহ তুমি
ইন্দুমতীর মুখ রাজা মুছিল আপনি।
তিন কোটি রাজা আছে রথ আগুলিয়া
আমারে কাড়িয়া লবে তোমারে মারিয়া

অজ বলেন প্রিয়া তুমি বসিয়া হে থাক
সকল এক বানে মারি দেখহ কৌতুক।
এক বান বই যদি দ্বিতীয় বান মারি
রঘুর দোহাই তবে ব্যর্থ ধনুক ধরি।
এত বলি ধনুক লৈয়া দাণ্ডাইল রথে
অজ দেখি রাজাগন লাগিল ডাকিতে।
শশাক দেখি সিংহের নাহিক বস্তু জ্ঞান
এড়িয়ে দিলেন অজ গন্ধর্ব্ব নামে বান।
এক বানে গন্ধর্ব্ব বারাইল তিন কোটি
আপনা আপনি মরে করে কাটাকাটি।
গন্ধর্ব্ববানেতে কার নাহিক যে আটা
এক বানে তিন কোটি রাজা গেল কাটা।
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া
অযোধ্যাতে গেল রাজা ইন্দুমতী লৈয়া।
অজ রাজা ইন্দুমতী পরম পিরিতি
কত কাল বৈ রানী হৈল গর্ব্ভবতী।
দশ মাস গর্ব্ভ হৈল প্রসবসময়
পুত্র হইল যেন চন্দ্রের ওদয়।

রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম
দশরথ বলিয়ে তাহার থুইল নাম।
দশরথের কত আমি কব গুনগ্রাম
যার পুত্র হইবেন আপনি ভগবান।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ
গাইলেন দশরথের জন্মকথন।

দশরথের বয়স যখন এক বৎসর
পুত্র শোয়াইয়া দোঁহে ঘরের ভিতর।
পুষ্পবনে ক্রীড়া করেন হাস পরিহাসে
নারদ চলিয়া যান ওপর আকাশে।
পারিজাত মালা ছিল নারদের বীণায়
বাতাসে ওড়িয়ে পড়ে ইন্দুমতীর গায়।
যেইমাত্র পারিজাত হৈল দরশন
ইন্দুমনী মুক্ত হয়ে গেল স্বর্গ ভুবন।
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে
কাঁদে অজ রাজা সেই ইন্দুমতীর তরে।

কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ
না পারে সহিতে রাজা ইন্দুমতীর তাপ ।
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়
দুই জনে মুক্ত হয়ে স্বর্গপুরে যায় ।
নাটুয়া নাচনী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে
শাপভ্রষ্টে জন্মিয়াছিলেন পৃথিবীভিতরে
দুই জন গেল যদি তখন স্বর্গপুর
দশরথের বয়স তখন এক বৎসর ।
অল্প কালে পিতা মাতা মরিল দুই জন
দেখিয়াত চিন্তিত বশিষ্ঠ তপোধন ।
সেই পুত্র লৈয়ে গেল আপনার ঘরে
পড়াইল নানা শাস্ত্র দশরথের তরে ।
পাঁচ বৎসরের রাজা হইল যখনে
অভিষিক্ত হৈয়া বৈসেন রাজসিংহাসনে ।
ভৃগুরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিলেন দান
যত্ন করি শিখাইলেন শব্দভেদী বাণ ।
রাজ্য করেন দশরথ যেন পুরন্দর
পুত্রের সমান পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর ।

রাজার বয়স হৈল পোন্দের বৎসর
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস মুনিবর।

দশরথ মহারাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
সর্ব্ব গুনেশ্বর রাজা সর্ব্বলোক আইসে।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার ওপর
বিভা নাহি হয় বয়স তিন শত বৎসর।
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্ব্বন্ধ
হেন কালে দশরথের বিভার আরম্ভ।
কোশল দেশের রাজা কোশল দণ্ডবীরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তার ঘরে।
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত
কারে কন্যা বিভা দিব রাজা সচিন্তিত।
পুরোহিত ব্রাহ্মনেরে আনিল সত্বর
দশরথ আনিবারে যাহ দ্বিজবর।
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা বিভা দিব তারে।

তাহা বই কৌশল্যার বর নাহি দেখি
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী।
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা নগর।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম
আশিষ করিয়া কহেন আপনার নাম।
কোশল দেশেতে ঘর কোশলপুরোহিত
তোমারে লইতে রাজা মোরে নিয়োজিত।
রাজার সংবাদ তার কন্যা আছে ঘরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা দিবেন তোমারে।
তত রূপে কন্যা আর নাহি কোন দেশে
তোমারে দিবেন তারে মনের হরিষে।
রাজার সংবাদ এই জানানু তোমারে
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে।
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ বচন
পাত্রবর্গে লৈয়া রাজ্য করে সমর্পন।
বিবাহ করিয়া যাবৎ নাহি আসি ঘরে
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যা নগরে।

রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি
সেনাগন সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি।
নানা বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যা ধরিগন
ভেরী ঝাঝরি বাজে না যায় গনন।
পঞ্চাশ সহশ্র বাজে পাখোয়াজ গুরুযান
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।
বাহাত্তর কোটি শঙ্খ বাজে ঘন্টা গুরুযাল
সহশ্র কোটি ভোরঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।
দুই সহশ্র সানাই বাজে ডম্ফ কোটি২
তিন সহশ্র দামায় ঘন পড়ে কাটি।
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়ঢোল
মহাপ্রলয় কালে যেন হয় গণ্ডগোল।
বাদ্য ভাণ্ডে দশরথ চলেন কুতুহলে।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুরে
দশরথের পাইয়ে বার্ত্তা কোশলের রাজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে দশরথের পুজা।
শাস্ত্র ব্যবহারে রাজা কন্যা করে দান
নানা রত্নে স্ত্রী আচার করে রামাগন।

শুভক্ষণে দুই জনে করেন চাগুলি
দুই জনার রূপে আলো করেত মেদিনী।
নানা রত্ন দিয়া রাজা কন্যা করে দান
শাস্ত্রবিহিত রাজা করিল সম্মান।
অর্দ্ধেক রাজ্যেতে নিজ দিল অধিকার
বিলাইতে দিল তারে চারি ভাণ্ডার।
কৌশল্যা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

গিরিরাজ নগরে কেকয় রাজার ঘর
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর।
কেকয়ী নামে কন্যা পরম সুন্দরী
তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী।
স্বয়ম্বর হবে কন্যা হেন আছে মন
পৃথিবীর রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ।

দশরথ আনিতে দূত চলিল সত্বর
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যানগর।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রনাম
আশিষ করিয়া কন আপন আখ্যান।
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি
রাজকন্যার স্বয়ম্বর হবে নরপতি।
আসেছে অনেক রাজা শুন নৃপবরে
চল শীঘ্রগতি তুমি গিরিরাজপুরে।
স্বয়ম্বরস্থান কৈল অতি সুশোভন
সম্বাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন।
রথবেগে দশরথ গেল সভাস্থানে
সভা করে রাজগন বসেছে যেখানে।
স্বয়ম্বরস্থানে আইল কেকয়ী সুন্দরী
তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী।
কেকয়ী দেখিয়া সভে অনুমান করি
স্বর্গ ছাড়িয়া কিবা আইল বিদ্যাধরি।
কিবা রম্ভা ঊর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা
কন্যার রূপে উপমা দিতে নাই কিছু সীমা।

পুর্ব্বে রাজ কন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতী।
ইন্দুমতীর রূপের কথা গেল দেশে২
বিভা করিতে রাজাগন এলেন হরিষে।
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজা
সব রাজা গেল দেশে পাইয়া বড় লজ্জা।
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী
দশরথ সমান রাজা নাহি বসুমতী।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন জন
এই যুক্তি হেট মাতায় করে রাজাগন।
একে২ দেখে কন্যা যত রাজাগন
দশরথের কাছে গিয়া দিল দরশন।
ধন পাইলে তুষ্ঠ যেন দারিদ্রের মতি
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি আমার পতি।
স্বয়ম্বরের মালা দিল দশরথের গলে
হেট মাতা করি রহে লজ্জায় সকলে।
রাজাগন বলে কন্যা বড় বিচক্ষন
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন জন।

সকল রাজাগনে করিল সম্ভাষণ
মেলানি করিয়া সভে গেল নিজ স্থান।
কন্যা দান করে রাজা পরম কৌতুকে
মন্থরা নামেতে চেড়ি দিলেন জৌতুকে।
পৃষ্ঠে কুজের ভার লড়িতে নারে বুড়ি
সর্ব্বনাশ করে তার যার ঘরে থাকে চেড়ি।
বহু রত্ন দান রাজা পাইল বিস্তর
অশ্ববেগে পদাতিক চলিল সত্বর।
কেকয়ী লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

কৌশল্যা কেকয়ী তারা দুই সতিনী
দশরথের সঙ্গে তারা আছে দুই রানী।
সিংহল রাজ্যের রাজা সুমিত্র নাম ধরে
সুমিত্রা নামেতে কন্যা আছে তার ঘরে।
কন্যার রূপ দেখি রাজা ভাবে মনেমন
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিল অযোধ্যা ভুবন

রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সর্ব্ব লোকে জানে
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপে যার নাম শুনে।
ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা কহেত সত্ত্বর
দশরথে আন যাইয়া অযোধ্যা নগর।
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম
আশিষ করিয়া কহে আপনার নাম।
সিংহলপুরে ঘর সিংহলপুরোহিত
তোমারে লইতে রাজা পাঠাইল ত্বরিত।
সুমিত্রা নামেতে কন্যা পরম সুন্দরী
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী।
তত রূপে কন্যা আর নাহি কোন দেশে
তোমারে দিবেন দান পরম হরিষে।
কন্যার কথা শুনিয়া দশরথ হরষিত
বিভা করিবারে রাজা চলিল ত্বরিত।

কৌশল্যা কৈকয়ী তারা জানে দুই জন
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন।
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে।
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে করে দশরথের পূজা।
দশরথের রূপ দেখি হরষিত মন
যেন বর তেন কন্যা বিধির ঘটন।
নান্দীমুখ করি দোঁহে পরম হরিষে
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ দুই জনে করে অবশেষে।
গোধূলিতে দুই জন করিল চাওনি
দোঁহাকার রূপে আলো করেত মেদিনী।
পুষ্পশয্যায় রাজা করিল শয়ন
আলসে অবশ রাজা নিদ্রায় অচেতন।
শয্যে ছাড়ি ওঠে দশরথ নৃপবর
শয্যের ওস্থানি কৌড়ি দিলেন বিস্তর।
বাসি বিভা সেইখানে কৈল দশরথে
জৌতুকে পাইল বহু ধন দিব্য যাতে।

বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ে নিজ রথে।
সুমিত্রার রূপে রাজা ধরিতে নারে চিত
ধৈরয ছাড়িল রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
সুমিত্রা দেখিয়া রাজা করে হাহাকার
রথের ওপরে রাজা করেন শৃঙ্গার।
বাসি বিভার পর দিন হয় কাল রাতি
স্ত্রী পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি।
কাল রাত্রে স্ত্রী যদি করে পরশন
সেই স্ত্রী দৌর্ভাগ্য হয় না হয় খণ্ডন।
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে।
কৌশল্যা কেকয়ী তারা রানী দুই জন
সুমিত্রার দেখি রূপ ভাবে মনেমন।
সুমিত্রার রূপে রাজার মজিবেক চিত
আর না চাহিবেন রাজা আমা সভার ভিত।
নিরবধি সেবে তারা পার্ব্বতী শঙ্কর
সুমিত্রা দৌর্ভাগ্য হওক এই মাগে বর।

তিন রানী লৈয়া রাজা আছে কুতুহলে
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসরে।
পুত্র হিন মহারাজা মনে বড় দুঃখ
সাতশত পঞ্চাশ বিভা করিল কৌতুক।
সাতশত পঞ্চাশের প্রধান তিন গনি
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা ঠাকুরানী।
সকল সতিনীর মাঝে সুমিত্রা সুন্দরী
তার রূপে আলো করে অযোধ্যা নগরী।
হেন স্ত্রী দৌর্ভাগ্য হৈল রাজার বিসাদ
কাল রাত্রির দোষে হৈল এতেক প্রমাদ।
প্রানের অধিক রাজা কেকয়ীরে দেখে
রাত্রি দিন দশরথ তারে লৈয়া থাকে।
তিন জনার ভাগ্য কত করিব গনন
যা সভার গর্ব্ভে জন্ম নিবেন নারায়ন।
সুখের সাগরে রাজা আছে নিরন্তর
অনাবৃষ্টি হৈয়া গেল অযোধ্যা নগর।
রোহিনীর বৃষে হৈল শনির গমন
তেকারনে বৃষ্টি নাই অযোধ্যা ভুবন।

কৌতুকে থাকেন রাজা স্ত্রী সম্ভাষনে
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে।
সকল অযোধ্যা পুর হৈল নিঃশব্দ
হেন কালে রাজার কাছে এলেন নারদ।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন
মুনির করিয়া পূজা বসিল রাজন।
নারদ বলেন দশরথ করি নিবেদন
তোমার ঠাই আইনু এক কার্য্য নিমন্ত্রণ।
পুরন্দর বৃষ্টি করেন সকল সংসার
তোমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সভাকার।
স্ত্রীগন লইয়া রাজা তুমি আছ সুখে
নরকে ডুবিবে রাজা প্রজাগনের দুঃখে।
রাজা বলে কার আমি নাহি করি দণ্ড
কি কারনে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড।
দুঃখ পায় প্রজাগন আপন কর্ম্মফলে
কোন দোষে প্রজাগন মোরে মন্দ বলে।
নারদ বলে দশরথ শুন মোর বানী।
রোহিনী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি।

এত বলি নারদ মুনি করিল গমন
রথে চড়ি রাজা দেখি বেড়ায় রাজন।
উত্তর দিগে গেল রাজা গহন কানন
জলজন্তু দেখে রাজা পশু পক্ষিগন।
নদ নদী দেখে রাজা তাহে নাই জল
দিঘী সরোবর দেখে শুষ্ক সকল।
বেলা অবসানে রাজা বসেন বৃক্ষতলে
সারি সুয়া পক্ষী আসে সেই বৃক্ষ ডালে।
শেষ রাত্রি হইলে সে পক্ষির নিদ্রা ভাঙ্গে
পক্ষিণী কহে কথা পক্ষিরাজের সাঙ্গে।
অনেক কাল হৈল মোরা এই বনে বসি
কত আর পাইব কষ্ট নিত্য উপবাসী।
সূর্য্য বংশের রাজ্যে বসি দুঃখ নাই জানি
চৌদ্দ বৎসর আহার মরুক খাইতে নাই পানি
অনাবৃষ্টি হইতে বৃক্ষেতে নাহি ফল
নদ নদী সরোবর তাহাতে নাহি জল।
রাজা হইয়া রাজার চেষ্টা নাহি করে
রাত্রি দিন স্ত্রী লৈয়া থাকে অন্তঃপুরে।

কষ্ট পাইয়া আর কত থাকিব অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই অন্যান্তরে।
পক্ষিরাজ বলে প্রিয়া শুন মোর বাণী
তোমার বোলেতে বন ছাড়িব এক্ষনি।
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস
গোঙাইলাম এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ।
মোর দুঃখ নহে দুঃখ হইয়াছে সং-সারে
এই দুঃখে আছেন রাজা দুঃখিত অন্তরে।
এইখানে জনম মোর এইখানে মরন
তোমার বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন।
পক্ষিনী বলেন পক্ষী শুন বিবরণ
পাপী রাজার রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন।
জল বিহনে আকুল হইল পরান
সমুদ্রের তীরে যাইয়া করি জলপান।
এই কথাবার্ত্তা তারা কহে দুই জনে
বৃক্ষতলে থাকিয়া রাজা দশরথ শুনে।
নারদের কথা রাজা পাইল প্রত্যক্ষ
আমার তরে নিন্দা করে বনের পশুপক্ষী।

বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর।
আমার পিতামহ ছিল রঘু নাম বীরে
ইন্দ্র আনি খাটাইল অযোধ্যা নগরে।
তবে আজি হয়ে মোর দশরথ নাম
ইন্দ্র বান্ধিয়া আনি অযোধ্যা ভুবন।
রাত্রি প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে
তলায় দশরথ রাজা দুই পক্ষী দেখে।
পক্ষী বলেন পাপিনী শুনহ পক্ষিনী
রাত্রে রাজার নিন্দা কেন কৈলে তুমি।
সকল কথা দশরথ শুনিয়াছে কানে
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে।
এতেক বলিতে পক্ষির প্রাণ ফাটে
আকাশে উঠিল গিয়া ডিম্ব লৈয়া ঠোঁটে।
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস
ঊর্দ্ধ বাহু করি রাজা দিলেন আশ্বাস।
দশরথ বলেন পক্ষী না পলাইহ ডরে
আসিয়া ফিরিয়া বৈস বাসার উপরে।

স্ত্রীর বাক্যে অপরাধি নাহিক তোমার
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার।
এই বনে যত আছে আম্র কাঁঠাল
আজি হইতে দিলাম তোমার অধিকার।
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা থুইয়া বামাদরে
ওত্তরিল গিয়া রাজা অযোধ্যা নগরে।
অমরাবতী গেল রাজা দেবের সমাজে
দেবগন দেখে রাজা সর্প হেন গর্জ্জে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে রাজা দশরথে
যুঝিবারে আইলাম আমি ইন্দ্রের সহিতে।
দেবগন বলেন রাজা ক্রোধ কি কারন
তোমার সঙ্গে দেবরাজ না করিবে রন।
রাজা বলে মোর রাজ্যে হয় নাই বৃষ্টি
অনাবৃষ্টি হৈতে মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি।
মোর রাজ্যেতে বৃষ্টি না হয় কোন কাযে
অনাবৃষ্টি হেতু যত পুজা মোর যজে।

চৌদ্দ বৎসর অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান
প্রজাগন দুঃখে মোরে করে অপমান।
বৃষ্টি করে দেবরাজ রাখুক বসুমতী
নতুবা জিনিয়া তার লৈব অমরাবতী।
এতেক শুনিয়া চলে যত দেবগনে
যুক্তি করিল ইন্দ্র দেবতার সনে।
ইন্দ্র বলে দশরথ এলে কিকারন
মনুষ্য বিক্রম বল শঙ্কা নাহি মন।
দেবগন বলে ইন্দ্র না কর অহঙ্কার
দশরথের যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ পাইলে হানে
তার সনে যুদ্ধ কর মরিবে আপনে।
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ
রাজার সঙ্গে গিয়ে কর মধুর আলাপ।
দেবগনের বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজার করিল সম্মান।
হেন কালে দশরথ করে সম্বোধন
মোর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কিকারন।

দেবরাজ বলে রাজা শুন মোর বাণী
শনির দৃষ্টি পড়ে গেল নক্ষত্র রোহিনী।
ছাড়াইতে পার যদি রোহিনীর দৃষ্টি
তবেত তোমার দেশে হয় মহাবৃষ্টি।
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে
রথ চালাইয়া গেল শনিবিদ্যমানে।
শনি ঘরে বলি রাজা মহাডাক ছাড়ে
শনি দৃষ্টি করিলে রথের দড়া ছিঁড়ে।
শনির দৃষ্টিমাত্রে রথের ছেঁড়ে দড়া
আকাশ হইতে পড়ে রথের অষ্ট ঘোড়া।
ছিঁড়িল রথের দড়া রহিতে নাহি স্থল
পাকে২ পড়ে রথ করে টলমল।
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে
হেন জন নাহি যে রাজারে রক্ষা করে।
জটায়ু নামেত পক্ষী উড়ে অন্তরিক্ষে
আকাশে থাকিয়ে পক্ষী রথখান দেখে।
ভূমিতে পড়িবে রাজা রহিতে নাহি স্থল
চূর্ণ হইবে রাজার শরীর সকল।